গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৩ - ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

শিক্ষার আন্দোলন স্তব্ধ করার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছে

তদন্ত দাবি করলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু

১৬ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু বলেন, যেভাবে শিক্ষাদপ্তর থেকে কোর্টে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্রদের রাজনৈতিক সভা-মিছিলে অংশগ্রহণ নিষেধ করার সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে আমরা গভীর উদ্বেগ বোধ করছি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাও এমন নির্দেশ জারি করতে পারেনি। আজ ২০১১ সাল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বিজয় অর্জন করেছিল। গণআন্দোলনের প্রবল চাপে কার্জন পিছু হটেছিল। কার্জন বঙ্গভঙ্গের সূচনা করে ১৬ অক্টোবর। তার ৬ দিন আগে ১০ অক্টোবর তার সচিব কার্লাইল একটা সার্কুলার জারি করে হুকুম দিয়েছিল— ছাত্রদের রাজনীতি করা চলবে না। বর্তমান শিক্ষা দপ্তরের এই সুপারিশ সেই কার্লাইল সার্কুলারেরই নয়া রূপ, বরং তার চেয়েও খারাপ। ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী কেউ এই সুপারিশ মেনে নিতে পারে না। আমাদের দলও মেনে নেবে না। এটি গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা।

স্কুলের সময় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যেতে পারবেন না, ছাত্ররাও পারবে না, এ রকম একটি আইন করার কথা তোলা হয়েছে। আমরা মনে করি, এ জন্য আইনের কোনও প্রয়োজনই নেই। স্কুল চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা প্রধান শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারেন না, এমন নির্দেশ বা নিয়ম রয়েছেই। ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম আছে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্ররা সেই নিয়ম মেনেই চলেন, হঠাৎ বড় রকমের কোনও ঘটনা ঘটলে ভিন্ন কথা। ফলে, এ জন্য আবার একটা নতুন আইন করার প্রচেষ্টার মধ্যে স্বৈরাচারী ঝোঁক রয়েছে, যাকে সমর্থন করা যায় না।

আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর তদন্ত কমিটি তৈরি করল, কিন্তু তারা তদন্ত করে দেখল না, সেদিন কারা 'ছাত্র অপহরণে'র গুজব ছড়িয়ে অভিভাবকদের আতঙ্কিত করল, যে সব হাফ প্যান্ট পরা মস্ত যুবকরা স্কুলে ভাঙচুর চালাল, তারা কারা। এদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব তো সরকারি তদন্ত কমিটির থাকা উচিত ছিল, সেটি না করে সরকারি তদন্ত কমিটি যে ভাবে ঐ দিন শিক্ষার দাবিতে মিছিলের সংগঠক ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করল, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিল, তা সমর্থন করা যায় না। আমরা দাবি করছি, গুজব ছড়ানো ও হামলার তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। ৮ সেপ্টেম্বরের ছাত্রমিছিলও রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র পাঠাতেই সংগঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বলেই তার বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে ডি এস ও প্রতিবাদ আন্দোলন করছে। ৯ সেপ্টেম্বর ওড়িশায় সফল ছাত্রধর্মঘট হয়েছে ডি এস ও-র আহ্বানে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কিছুকাল আগে পাশফেল তুলে দেওয়ার সপক্ষেই বিবৃতি দেন। জনমতের চাপে পরবর্তীকালে তিনি বলেন, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত'। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি যে, কেন্দ্রের ঐ নীতি এই রাজ্যে প্রয়োগ করা হবে না। এই অবস্থায়, বিশেষত স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী যখন পাশফেল তুলে দেওয়ার পক্ষে, তখন আশঙ্কিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। ছাত্র-শিক্ষক-

চারের পাতায় দেখুন

পেট্রলের দামবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তেল কোম্পানিগুলিকে পুনরায় দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি দিয়েছে, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি করবে।

তিনি বলেন, আমরা এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

জনসভার স্থান ও হোর্ডিং সংক্রান্ত সর্বদলীয় সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

১৬ সেপ্টেম্বর মহাকরণে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী ও কমরেড স্বপন ঘোষ। সভায় কমরেড সৌমেন বসু বলেন, জনজীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা প্রয়োজন ছিল, তার বদলে তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই সভা ডাকা হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে সাধারণ মানুষ জেরবার। মুখ্যমন্ত্রী দুটি বাজারে গিয়েছিলেন, কিছু ছোট ব্যবসায়ীর লাইসেন্স নিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু মজুতদার কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, কোনও কোল্ড স্টোরেজ সিজ হয়নি। আমরা খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। সে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের কী করার আছে তা নিয়ে তো সর্বদলীয় সভা ডাকা যেত। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অর্ডিন্যান্স আসছে বলে শোনা যাচ্ছে, যা নিয়ে তো সর্বদলীয় সভা হচ্ছে না।

মহানগরীতে রাজনৈতিক সভা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা বলেছি, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে এ রাজ্যে পার্কে পার্কে, রাস্তার মোড়ে, বাজারে, থানার সামনে বিক্ষোভ, সমাবেশ, পথসভার ঐতিহ্য রয়েছে। তা ছাড়া, সরকারের প্রধান দপ্তর যে স্থানে থাকবে, মানুষ দাবি জানাতে তো সেখানেই আসবে। তাই মেট্রো চ্যানেল সহ বর্তমানে শহরের যেখানে যেখানে সভা-সমাবেশ করার অধিকার মানুষের রয়েছে, তার কোনও সংকোচন আমরা সমর্থন করব না। আমরা জানি যে, এই পথেই অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব ও বাতিল করার পথ প্রশস্ত করা হবে।

এ বছর ৫ এপ্রিল, নির্বাচনের এক মাস আগে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বনধ-ধর্মঘট-মিছিল ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দশ দফার একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কর্পোরেট হাউসের এই প্রস্তাবকে তাদের কিছু পেটোয়া সংবাদমাধ্যম এবং বিভ্রান্ত অথবা প্রসাদলোভী কিছু বুদ্ধিজীবী জনগণের অসুবিধার অজুহাত তুলে সমর্থন করছেন। বাস্তবে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে দুর্ভোগে ফেলতে চায় না।

দুয়ের পাতায় দেখুন

'নিরপেক্ষ' 'নির্ভীক' মিডিয়ার অপপ্রচার ব্যর্থ করে শিক্ষক-অভিভাবকরা সমর্থন জানাচ্ছেন ডি এস ও কর্মীদের

শিক্ষার দাবি নিয়ে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও'র ডাকে গত ৮ সেপ্টেম্বরের ছাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে কিছু সংবাদ মাধ্যম ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন, বিশেষত ডি এস ও'র বিরুদ্ধে একটানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, কুৎসা ও মিথ্যাচারেও আটকাচ্ছে না। এরই জের টেনে এমনকী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী সহ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির সুপারিশ পর্যন্ত করে ফেলেছে। লক্ষ্যণীয়, ছাত্র মিছিলের দাবিগুলি নিয়ে প্রায় কোন উচ্চবাচ্য না করে ডি এস ও যে 'ভুল বুঝাইয়া বা লোভ দেখাইয়া রাজনৈতিক কর্মসূচীতে টানিয়া লইয়া...' গিয়েছিল, এমনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তারা ঘোষণা করে দিল (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭.০৯.২০১১)।

৮ সেপ্টেম্বর। কলকাতা।

শুধু তাই নয়। বেহালার মথুরানাথ স্কুলের কিছু ছাত্রের মিছিলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে 'ছাত্র অপহরণের' যে গুজব রটানো হল এবং একদল যুবক স্কুলে ভাঙচুর চালাল, সেই বিষয়ে ঐ স্কুলের নিজস্ব তদন্ত কমিটির রিপোর্টও একটি সংবাদপত্র ছাড়া অন্যেরা প্রকাশ করা দূরের কথা, উল্লেখ পর্যন্ত করেনি কোথাও। ১৪ সেপ্টেম্বর বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, স্কুলের দ্বারা নিয়োজিত ''নয় সদস্যের তদন্ত কমিটির কাছে মিছিলে যাওয়া ৩৫ জন ছাত্র এবং তাদের অভিভাবক সকলকেই ডাকা হয়েছিল। ডাকা হয়েছিল অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ্ত বাবুকেও। সকলেই জানিয়ে দিয়েছে মিছিলে যাওয়ার বিষয়ে শিক্ষক সুদীপ্ত মণ্ডল কোনভাবে প্ররোচিত করেননি। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, মিছিলে যাওয়া ছাত্রদের অপহরণ করার যে অভিযোগ উঠেছিল, তাও সঠিক ছিল না। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুলের বাইরে থেকে এই গুজব রটানো হয়েছিল। তাতেই বিভ্রান্ত হয়ে যান অভিভাবকরা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বহিরাগত কিছু লোক স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। সোমবার শিক্ষা দপ্তর

চারের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শ্রমজীবী সম্মেলন

৩-৪ সেপ্টেম্বর কুলতলির জামতলাতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দীর্ঘদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণার হাজার হাজার মানুষের ধান চাষ, বাগান বাগিচা, পুকুর প্রভৃতি ধ্বংস প্রায়, এমনই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভিজতে ভিজতে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা থেকে প্রায় ৬ সহস্রাধিক শ্রমজীবী মানুষ ৩ সেপ্টেম্বর জামতলা হাটে প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক, সম্মেলনের প্রধান বক্তা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে বুঝে নিতে যে, এই পুঁজিবাদী সমাজেও মর্যাদার সাথে পথ কী।

৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। বিড়ি শ্রমিক, মৎস্যজীবী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ও সহায়িকা, 'আশা' কর্মী, রিক্সাভ্যান-শ্রমিক, শ্রমিক, বিচালি শ্রমিক, বরফ কল শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুর প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা নিজ নিজ সংগঠনের আন্দোলন সংক্রান্ত রিপোর্ট সহ নানা সমস্যা ও দাবি সনদ তুলে ধরেন। সর্বশেষে কমরেড শঙ্কর সাহা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট, শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, আক্রমণ ও এর প্রতিকারের উপায় হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে দেশে দেশে লাগাতার পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

কমরেড নন্দ কুণ্ডুকে সভাপতি ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারকে সম্পাদক করে ২৬ জনের একটি কার্যকরী কমিটি এবং ৬৫ জনের কাউন্সিল গঠন করা হয়। আর্ন্তজাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। সকলে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড দীপক দত্ত ২০ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। সাতের দশকের শেষের দিকে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই আদর্শকে বুকে বহন করে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যক্তিত্ব তাঁকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। অসুস্থ শরীর নিয়েও দলের দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। জুনিয়র কর্মীদের তিনি বলতেন, দলের আদর্শকে ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করবে। তা না হলে দীর্ঘদিন আনন্দের সঙ্গে দলের কাজ করে যেতে পারবে না। পারিবারিক জীবনেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রদের প্রভাবিত করেছেন।

১১ সেপ্টেম্বর দীঘলগ্রামে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মোতিয়ার রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

কমরেড দীপক দত্ত লাল সেলাম।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আলোচনা সভা

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, অসহায় মহিলা ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরুর আগে অসহায় নারীরা পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে মিছিল করে গিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।

সমাবেশে প্রাক্তন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত জানান, "আইন মানুষই রচনা করেছে। যে আইন নারীদের জীবনে দুর্দশা ডেকে আনে সেই আইনকে পাল্টানোর জন্য নারীদের সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে।"

বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেন্স রাইটস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট-এর রাজ্য সম্পাদিকা অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক আইনের পরিবর্তন না হলে মুসলিম নারীদের দুঃখ মোচন করা যাবে না।"

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নিউরো চিকিৎসক ডাঃ এ হাসান, অধ্যাপক আবুল হাসনাৎ, অধ্যাপিকা সুজাতা দে, সাহিত্যিক খালেদ নুমান, প্রধান শিক্ষিকা আল্পনা রায় চৌধুরী, শিক্ষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী গিয়াসুদ্দিন, ডাঃ বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, প্রবীণ শিক্ষক হরিশঙ্কর দত্ত প্রমুখ।

এদিন সমাবেশে নারীরা চোখের জলে তাঁদের অসহায় জীবনের কথা তুলে ধরেন। ডোমকল ব্লকের শ্রীপতিপুরের সাবিনা খাতুন জানান, "বাড়িতে তিন বোনই তালাকপ্রাপ্তা, পণ দিতে না পারার কারণে স্বামী তালাক দিয়েছে। ১১ বছর মামলা চলছে।" জলঙ্গির হাসিনা খাতুন বলেন, "নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছে, পণ দিতে না পারায় আমাকে তালাক দেয়, এখন দরিদ্র বাবার বাড়িতে থাকতে হচ্ছে।" হরিহরপাড়ার হানুফা খাতুন জানালেন, "বাবা-মা মৃত, তালাকের পর এখন আশ্রয়হীন। অন্যের আশ্রয়ে দিন যাপন করতে হয়।" রানিনগরের সারভানু খাতুন বলেন, "তালাকের পর বাবার বাড়িতে আমি বোঝাস্বরূপ, অসম্মানিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে।"

অসহায় নারীদের করুণ আর্তি হলে উপস্থিত মানুষদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সভানেত্রী খাদিজা বানু।

কাকদ্বীপে মোটরভ্যান চালকদের মহকুমা শাসক দপ্তর অভিযান

রাজ্যের গ্রামগুলিতে বর্তমানে পরিবহনের অন্যতম একটি মাধ্যম হল মোটরভ্যান। অথচ মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয় বহু জায়গাতেই তাদের উপর চলে পুলিশি জুলুম। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা-বকখালি রাস্তায় মোটরভ্যানে যাত্রী পরিবহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল জোন থানা এলাকায় জনস্বার্থের ধুয়া তুলে মোটরভ্যান থেকে যাত্রীদের নেমে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এরই সাথে চলছে চালকদের উপর পুলিশি হেনস্থা।

প্রতিবাদে ২৪ আগস্ট শতাধিক মোটরভ্যান চালকের এক দৃপ্ত মিছিল কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছায় এবং সহকারি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তাঁদের দাবি ছিল, মোটরভ্যান চালকদের 'পরিবহন কর্মী সুরক্ষা অধিনিয়ম ২০১০'-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লাইসেন্স ও যাত্রী পরিবহনের অধিকার দিতে হবে এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে। এলাকার অধিবাসী ও পথচলতি মানুষ মিছিলের দাবিগুলিকে সোৎসাহে সমর্থন করেন। ইউনিয়নের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি গৌরহরি মিস্ত্রির নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে আলোচনায় সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

সর্বদলীয় সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

একের পাতার পর

তারা তাদের ভলান্টিয়ারদের দিয়ে সুশৃঙ্খল সভা অথবা মিছিলের ব্যবস্থা করবে।

হোর্ডিং বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা অশ্লীল হোর্ডিং বন্ধ করার কথা বলে আসছি। এ কথা একমাত্র আমরাই বলেছি। বাণিজ্যিক হোর্ডিং থেকে সরকারের আয় হয়, তাই বলে তার কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, তারা যা খুশি করবে, এটা হতে পারে না। সরকার ইচ্ছা করলেই এ সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রাজনৈতিক হোর্ডিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তো হ্যাভস এবং হ্যাভ নটস আছে। আমরা হ্যাভ নটস-এর দলে। আমাদের তো সেই সঙ্গতি নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক মত প্রচার ও প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার যা রয়েছে তার সংকোচনের বিরোধী।

কমরেড বসু আরও বলেন, জনসচেতনতা ও জনমত সংগঠিত করার মাধ্যম হিসাবে দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং ইত্যাদি যা দীর্ঘকাল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, পূর্বতন সরকারগুলি তা সংকুচিত করার যেভাবে চেষ্টা করেছিল, বর্তমান সরকার যেন সে পথে না যায়। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য বহুমত প্রকাশের মধ্যেই অক্ষুন্ন থাকে, বরং অধিকার আরও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিশাল সমাবেশ

ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স অরগানাইজেশনের ডাকে ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দু'হাজারের বেশি কর্মী ও সহায়িকা এক বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। তাঁদের দাবি— আই সি ডি এস প্রকল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন, বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির নিজস্ব গৃহ, পুষ্টিখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, কর্মী-সহায়িকাদের উপযুক্ত বেতন ও সরকারির মর্যাদা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অপর্ণা মাইতি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক এবং সংগঠনের সভাপতি দিলীপ ভট্টাচার্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অচিন্ত্য সিংহ। সমাবেশ থেকে মাধবী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ছয় জনের প্রতিনিধি দল বিভাগীয় মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রের নিকট ডেপুটেশন দেন। মাননীয় মন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন, সমস্ত দাবিগুলির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

সি ই এস সি-কে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানাল অ্যাবেকা

২৪-২৫ সেপ্টেম্বর সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে নতুন বিদ্যুৎনীতি ঘোষণার দাবি জানাল অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাবেকা। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র ১০ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎমন্ত্রীকে দেওয়া এক স্মারকপত্রে অভিযোগ করেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতিই নতুন সরকার কার্যকর করছে। তার ফলে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ও লোডশেডিং বাড়ছে।

বামফ্রন্টের রাজত্বে যখন মাশুলবৃদ্ধি হয়, বার্ষিক মিনিমাম চার্জের পরিবর্তে মাসিক মিনিমাম চার্জ ও ফুয়েল সারচার্জ চালু করা হয় এবং ব্যাপক লোডশেডিং-এর ফলে রাজ্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে প্রতিরোধ করতে ১৯৯১-'৯২ সালে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন 'অ্যাবেকার' জন্ম হয়। তারপর এই সুদীর্ঘ সময় ধরে বামফ্রন্টের জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে অ্যাবেকা আন্দোলন করে এসেছে। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বহুবার লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার, ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আন্দোলন দমন করতে পারেনি।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নতুন সরকার পুরনো সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতিই কার্যকর করে চলেছে। পূর্বতন সরকার বিদায়ের প্রাক্কালে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলিকে এম ভি সি এ-র মাধ্যমে মাশুল বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে সি ই এস সি গত মে মাস থেকে ইউনিট প্রতি ৪৬ পয়সা হারে মাশুল বাড়িয়েছে। রাজ্য বিদ্যুতে ইউনিট প্রতি ৩৮ পয়সা মাশুলবৃদ্ধি স্থগিত থাকলেও সি ই এস সিতে ইউনিট প্রতি বাড়তি ৪৬ পয়সা মাশুল আদায় চলছে। একই রাজ্যে একই পরিমাণ বিদ্যুতের দু'রকম দাম নির্ধারিত হয়েছে। মন্ত্রীর কাছে অ্যাবেকা দাবি জানিয়েছে, সি ই এস সিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। বিদ্যুতের বেসরকারি ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

অ্যাবেকা মনে করে, বর্তমান অবস্থাতে গড় বিদ্যুৎ মাশুল ২ টাকা করা সম্ভব। কীভাবে তা সম্ভব? বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে তাঁরা জানিয়েছেন, (ক) উৎপাদনের কাজে ক্যাপটিভ খনির কয়লা ব্যবহার করে, (খ) টি ডি লস কমিয়ে, (গ) মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে, (ঘ) কয়লা নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করে, (ঙ) আমলা ও প্রশাসকদের বেতন ও খরচ কমিয়ে, (চ) বাইরে থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা বন্ধ করে, (ছ) রিটার্ন অব ইকুইটি সেভিংস অ্যাকউন্ট-এর সুদের সমান করে, (জ) ৩ শতাংশের মধ্যে লাভ সীমায়িত করে বিদ্যুতের দাম কমানো যায়। এ প্রসঙ্গে অ্যাবেকার বক্তব্য, বিদ্যুৎ হল, উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একে আর পাঁচটা পণ্যের মতো মুনাফা লোটার মাধ্যম হিসাবে দেখা চলে না।

অ্যাবেকা রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে বামফ্রন্টের রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। কারণ এই কমিশন চূড়ান্ত গ্রাহক স্বার্থবিরোধী, এমনকী বিদ্যুৎআইন বিরোধী একটা রেগুলেশন 'এম ভি সি এ' চালু করেছে। এতে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি ইচ্ছে করলে কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই প্রতি মাসে ভ্যারিয়েবেল কস্ট বৃদ্ধির কারণে মাশুল বৃদ্ধি করতে পারে। এই রেগুলেশনটি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-এর বিরোধী। বিদ্যুৎ আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, নোটিশ দিয়ে গ্রাহকদের মতামত নিয়ে উপযুক্ত হিসাব বা কারণ দর্শিয়ে বছরে একবারের বেশি মাশুল বাড়ানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে এম ভি সি এ-এর নামে আদায়ের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা আদায়ের অধিকার তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেটাও আইনবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা তুলে সেই টাকাতেই ব্যবসা করে কোম্পানিগুলোকে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আর গ্রাহকদের মাশুলবৃদ্ধির চাপে ন্যুব্জ করে ফেলা হচ্ছে। এই ব্যবসায়িক শোষণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য এই রেগুলেশনটি বাতিল করতে হবে।

লোডশেডিং প্রসঙ্গে অ্যাবেকা স্পষ্ট বলেছে, রাজ্যের প্ল্যান্টগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ১২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। অথচ পিক আওয়ার্সে চাহিদা মাত্র ৬৫০০ মেগাওয়াট। তাহলে পুরো উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করলে লোডশেডিং হওয়ার কথা নয়। অথচ লোডশেডিং দিনের একটা ভালো সময় ধরে হয়, এমনকী শীতকালেও লোডশেডিং এ রাজ্যে কোনও বিরল ঘটনা নয়। অ্যাবেকার বক্তব্য, কয়লার জোগান ও মান এর অন্যতম কারণ হলেও প্রধান এবং একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণ হল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। পরিকল্পিতভাবেই প্ল্যান্টগুলোর পি এল এফ বৃদ্ধি করা হচ্ছে না, যাতে কোনও মতেই বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হয়ে মুনাফা কমে না যায়। দ্বিতীয়ত, পিক টাইমেও অন্য রাজ্যে বেশি দাম পেয়ে বিদ্যুৎ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। এছাড়া রয়েছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা অলস করে রাখা নয়, অবিলম্বে কে পি রাও কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি প্ল্যান্টে ৯০ শতাংশ উৎপাদনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। পিক টাইমে অন্য রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, উচ্চ মানের কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় লোডশেডিং-এর জন্য প্রতিটি গ্রাহককে ঘন্টায় ৫০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মিটার কারচুপির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছে অ্যাবেকা। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির হাতে মিটার বাস্তবে একটা শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আসানসোলে নিম্নমানের মিটার কেলেঙ্কারির বিষয়ে ক্যাগ রিপোর্ট প্রকাশ পেলেও আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সিপিএম-এর প্রাক্তন সাংসদ সরলা মাহেশ্বরীর জামাই সহ রাঘব বোয়ালরা এই খারাপ মিটারের ব্যবসার সাথে যুক্ত। ২৬ কোটি টাকার দুর্নীতি এ বিষয়ে যুক্ত বলে ক্যাগ উল্লেখ করেছে। অ্যাবেকা আসানসোলের মিটার কেলেঙ্কারির সাথে সারা রাজ্যে মিটার কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

'হয় মাশুল কমাও, নয় পর্যাপ্ত ভর্তুকি দাও' দাবি তুলেছে অ্যাবেকা। রাজ্যে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রবল জনবিক্ষোভের সামনে পড়ে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুতে ২০০৯-২০১০ সালে ১২৫ কোটি এবং ২০১০-'১১ সালে ১২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছিল। যদিও এই ভর্তুকির পরিমাণ সমুদ্রে এক ফোঁটা দুধ ঢালার মতো। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে মাশুল বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য সরকার বিদ্যুৎ নীতির পরিবর্তন না করে ভর্তুকির নীতি নিয়েছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে এমনকী দিল্লি পর্যন্ত হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। অ্যাবেকা ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ কোম্পানির লাভ বাড়ানোর বিরোধী। তাদের দাবি মাশুল কমানো। কিন্তু যদি মাশুল কমানো না হয় তা হলে ৩০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে, রাজ্য বাজেটে বামফ্রন্টের দেওয়া ১২০ কোটি টাকাও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ভর্তুকি হিসাবে দেওয়া হয়নি। এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন তীব্রতর করার কর্মসূচি গৃহীত হবে আসন্ন সম্মেলনে।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন

নারী পাচার, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ করে হত্যা সহ নারীদের উপর নানা ধরনের অত্যাচারের ঘটনা দেশে ক্রমাগত বাড়ছে। নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। অপরদিকে মদের কারখানা খোলার অনুমতিও নতুন সরকার দিচ্ছে। মদের ঢালাও প্রসারের ফলে শেষপর্যন্ত বাড়ির মহিলারাই নির্যাতিত হবেন ব্যাপকভাবে। এই পরিস্থিতিতে নারী নির্যাতন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যাদবপুর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ আগস্ট। বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সভানেত্রী কমরেড ভারতী রায়। সম্মেলন থেকে সুমিতা ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও ডলি রায়কে সম্পাদিকা করে একটি কমিটি গঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর।

সোনারপুর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ আগস্ট। মহিলা প্রতিনিধিরা উৎসাহের সাথে মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মল্লারিকা কুণ্ডু এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড দিবাকর হালদার। শ্যামলী হালদারকে সম্পাদিকা ও মানসী মণ্ডলকে সভাপতি করে সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। শেষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলাদের একটি মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রাধাকান্তপুর তৃতীয় অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ আগস্ট। সভানেত্রী ছিলেন কমরেড দীপালি হালদার। সভার শুরুতে গণআন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে এবং ১৯৯০ সালের বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের কিশোর শহিদ মাধাই হালদার স্মরণে শহিদবেদিতে মাল্যদান করা হয়। রাধাকান্তপুর অঞ্চলে সংগঠনের প্রথম সারির সংগ্রামী মহিলা প্রয়াত কমরেড কাজললতা নস্করের স্মৃতির উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ৩০০ জন মহিলার উপস্থিতিতে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক। কমরেড প্রতিমা মণ্ডলকে সভানেত্রী ও কমরেড অনিতা নাইয়াকে সম্পাদক করে ২৭ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া ৬টি বুথ কমিটিও গঠিত হয়।

বাঁকুড়ায় জেলাশাসক দপ্তরে মহিলাদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে মহিলাদের বিক্ষোভ

মেদিনীপুর জেলাতে বধূহত্যা, নারীপাচার, হোটেলে দেহব্যবসা বাড়ছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আরও মদের কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর এই ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। খেজুরি থানার দেখালী গ্রামের গৃহবধূ সুমিত্রা মুনিয়ান ও দুর্গাচক থানার গৃহবধূ প্রিয়ঙ্কা জৈনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে পুলিশ কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। জেলা সদর তমলুকের বহু হোটেল ও লজে অবাধে দেহব্যবসা চলছে। পুলিশ জেনেও কোনও রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ২২ আগস্ট ৩ জন নারী পাচারকারী পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও এখনও অবাধে নারীপাচার চলছে।

২৫ আগস্ট এ আই এম এস এস জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তমলুকে জেলাশাসকের দপ্তরে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। জেলাশাসক এবং এস পি-র কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি। স্মারকলিপিতে রাজ্য সরকারের আরও মদের কারখানা তৈরির নীতি বাতিল করা ও তমলুকে জেলা হাসপাতালে বন্ধ ব্লাডব্যাঙ্ক পুনরায় খোলার দাবি জানানো হয়। হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশে সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

নারী ও শিশু পাচার বন্ধ, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও মদের কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ২৯ আগস্ট পুরুলিয়ায় জেলাশাসক দপ্তরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ময়দায় মহিলা সম্মেলন

৪ সেপ্টেম্বর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ময়দা হাইস্কুলে প্রথম আঞ্চলিক মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা এতে অংশ নেন। সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড পুষ্প পাল এবং এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠক কমরেড মোবারক মোল্লা বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আঞ্চলিক সংগঠক কমরেড মায়া মিত্র। কমরেড দীপা নস্করকে সভানেত্রী ও ইরা ঘোষকে সম্পাদিকা করে ২০ জনের মহিলা কমিটি গঠিত হয়।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

একের পাতার পর

অভিভাবকদের সচেতন ও সজাগ করাই একটি দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠনের কর্তব্য, যাতে তাদের অসতর্কতার সুযোগ কেউ না নিতে পারে। এ জন্যই গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ডি এস ও কর্মীরা স্কুলে-কলেজে গ্রামে-শহরে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করেছে। এ রাজ্যে সিপিএম সরকার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়ে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সর্বনাশ করেইছে, তার উপর এখন সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভিত্তি পুরোপুরি ধসিয়ে দেওয়া হবে, প্রাথমিক শিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষাও ব্যবসায়ীদের কব্জায় ঠেলে দেওয়া হবে। তার উপর রয়েছে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার মতো বিধ্বংসী পরিকল্পনা।

এই পটভূমিতে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে, আসলে ব্যাপক জনসমর্থনপুষ্ট শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রগতিতেই আতঙ্কিত স্বার্থান্বেষী মহল, ছাত্র অপহরণের গুজব ছড়ানো থেকে ভাঙচুর চালিয়ে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করা ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে মেতেছে, যাতে নগ্নভাবে মদত দিচ্ছে মিডিয়ার একাংশ। আমরা বিশ্বাস করি, সচেতন মানুষ এই ষড়যন্ত্র ধরতে পারছেন। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সার্বিক সমর্থনপুষ্ট এই আন্দোলনকে আটকাবার জন্য, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সরকার যদি অর্ডিনান্স জারি করে, তবে আমরা তার বিরোধিতা তো করবই, আন্দোলনেও নামব।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমরা মনে করি, যেখানেই পুঁজিবাদ আছে, সেখানেই পুঁজিবাদ যে দুর্দশা, যে দারিদ্র ও বেকারির জন্ম দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে মানুষ আন্দোলন করবেই। শিক্ষাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা তাদেরই, যারা চায় না নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি শিক্ষিত হোক, উচ্চশিক্ষা পাক, চাকরির দাবিদার হোক। তারা শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য একদিকে ফি বৃদ্ধি, আর একদিকে পাশফেল তুলে দিতে চাইছে যাতে একদল মাধ্যমিক স্তরেই আটকে যায়, উচ্চশিক্ষায় যেতে না পারে। ফলে এটা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থবাহীদের একটা পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিকল্পনাই নিয়েছে সারা ভারতে। রাজ্য সরকারের যাই বাধ্যতা থাকুক আমরা সেটাকে মেনে নিতে পারব না। ছাত্রসমাজও মেনে নেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা চলছে আজ যদি বর্তমান রাজ্য সরকারও সেই প্রচেষ্টায় পা মেলায়, তবে আমাদের বিরোধিতা করতেই হবে। সাংবাদিকদেরও অধিকার এই পথেই ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসবে। তাই তাঁদেরও সহযোগিতা আমরা চাই।

হুগলী জেলায় অ্যাবেকা-র আঞ্চলিক সম্মেলন

এ বছরের শুরু থেকেই বিদ্যুৎগ্রাহকদের আঞ্চলিক সম্মেলন প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে হুগলী জেলার বিভিন্ন থানায়। ধনেখালী, পোলবা, পাণ্ডুয়া, দাদপুর, আরামবাগের মায়াপুর, সিঙ্গুর, কোন্নগর, জাঙ্গিপাড়া, সোমরাবাজার সম্মেলন গত মাসের মধ্যে শেষ হয়েছে। অনেক সম্মেলনে ৩০০-র বেশি গ্রাহক অংশ নিয়েছেন এবং সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষরাও উৎসাহিত হয়েছেন।

রিষড়া ঃ ১৯ আগস্ট রিষড়া মোড়পুকুর ইউনিটের চতুর্থ সম্মেলনে এলাকার গৃহস্থ গ্রাহকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সভাপতিত্ব করেন নির্মল নারায়ণ ভট্টাচার্য, বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক ও জেলা সভাপতি যথাক্রমে মণিমোহন ঘোষ এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সিতাংশু তপাদারকে সম্পাদক, সমর চন্দ্র দাসকে সভাপতি ও শঙ্কর টিকাদারকে কোষাধ্যক্ষ করে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

উত্তরপাড়া ঃ মাখলা-রঘুনাথ গ্রুপ সাপ্লাই শাখার বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন বিমল চন্দ্র ধাড়া। মূল প্রস্তাব এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক স্বপন দাস। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মণিমোহন ঘোষ এবং জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী। বিমল ধাড়াকে সভাপতি এবং তপন পাল ও তমাল ধাড়াকে যুগ্মসম্পাদক করে মোট ২০ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

পুরশুড়া ঃ ৪ সেপ্টেম্বর পুরশুড়া থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পরেশ নায়ক। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সহ সম্পাদক বাসুদেব জানা এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন নবকুমার জানা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের হুগলী জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এছাড়া জেলা কমিটির অন্যতম নেতা প্রবীর ভকত এবং সিতাংশু তপাদার বক্তব্য রাখেন। প্রবীণ শিক্ষক মদন আদককে সভাপতি, প্রামানিক বারিককে সম্পাদক এবং মহাদেব জানাকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

মিডিয়ার অপপ্রচার

একের পাতার পর

থেকে এ নিয়ে তদন্তের জন্য স্কুলে এসেছিল। সেই তদন্ত কমিটির কাছেও এই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।'' মিছিলে যাওয়া সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, যাকে সামনে রেখে বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো ছাত্রআন্দোলন ও ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডি এস ও কে অভিযুক্ত করল, সেই শুভঙ্কর হালদারের মা বীণা হালদার তদন্ত কমিটির সামনে ওই ঘটনার জন্য পুলিশকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, ''অপহরণের গুজব শুনে আমার মতো অভিভাবকরা পুলিশকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেছেন, সেই সময় পুলিশ কোন দায়িত্ব নিতে চায়নি। ..তার ফলে অভিভাবকরা বিভ্রান্ত হয়ে গুজবকে আরও বিশ্বাস করে ফেলে।''(ঐ)

সুতরাং তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে স্কুল শিক্ষক, অভিভাবক কেউই কিন্তু তাদের ছাত্র বা সন্তানদের মিছিলে যাওয়ার বিরোধিতা করেননি, মিছিলের দাবিকেও অযৌক্তিক বা অন্যায় মনে করেননি। অথচ এই মূল কথাকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে চাপা দিয়ে 'নিরপেক্ষ' ও 'নির্ভীক' মিডিয়া কোমর বেঁধে মিথ্যাচারে নেমে প্রচার তুলল, ছাত্রদের অপহরণর করা হয়েছে, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়, স্কুলে রাজনীতির প্রবেশ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত, স্কুলের ছাত্ররা কিছু বোঝে না , স্কুলের ছাত্রদের মিছিলে সামিল করা খুব অন্যায় ইত্যাদি। এ কথাও বলা হল, যারা ছাত্রদের মিছিলে নিয়ে গেছে সেই ছাত্র সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? অবশ্য ঐ স্কুলের সমস্ত ছাত্র নিরাপদে বাড়ি ফিরে গেছে এ কথা পরিষ্কার জানার পরেও মিডিয়া যে ভাবে কিডন্যাপ অপহরণ ইত্যাদি ভুয়া অভিযোগগুলি তুলে গেল, তার মধ্য দিয়ে মিডিয়াই তার দুরভিসন্ধীমূলক পরিকল্পনাকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের এই ভূমিকা নতুন কিছু নয়। সকলেই জানেন কর্পোরেট পুঁজিই এখন মিডিয়ার মালিক , বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলি চালায়। ফলে এদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সংবাদ মাধ্যমের 'নিরপেক্ষতা' ও 'নির্ভীকতা' নির্ধারিত হয়। পরাধীন দেশে নেতাজী একবার বলেছিলেন, ইংরাজ মালিকের পরিচালনাধীন স্টেটসম্যান পত্রিকা যদি তার প্রশংসা করে তবে তার দুশ্চিন্তা হয় এই ভেবে যে তিনি কোনও ভুল করছেন কিনা। ব্রিটিশ বা ভারতীয়, চামড়ার রঙ সাদা বা কালো যাই হোক, মালিক মালিকই। শাসকশ্রেণীর ইচ্ছা ও নীতির বিরুদ্ধে যখন মানুষ কথা বলে এবং সঠিক রাজনৈতিক লাইনে শাসকদলের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করে, তখন কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা এমনই হয়ে থাকে। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের আন্দোলনের সময় প্রথম থেকেই বৃহৎ সংবাদ মাধ্যমগুলি কীভাবে তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং টাটা ও সিপিএম সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তা সাধারণ মানুষ ভুলে যাননি। পরে ঐ আন্দোলনের প্রতি মানুষের প্রবল ও আবেগময় সমর্থন দেখে ঐ সব মিডিয়া ভোল বদলে ফেলে। শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী শাসন আপন নিয়মেই দেশে দেশে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের জন্ম দেয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধে। সাধারণ মানুষের সাথে ছাত্ররাও সেই সব আন্দোলনে ব্যাপকভাবে পথে নামে। আর শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে আন্দোলনে ছাত্ররাই যে সর্বাগ্রে অংশ নেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও ছাত্ররা মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ-আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধে যে ৫৭জন সৈনিক ছিলেন তার মধ্যে ৪৯জনই স্কুল ছাত্র এবং সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র নির্মল লালার বয়স তখন ১০ বছর ৬ মাস। ক্ষুদিরাম ১৩ বছর বয়সে স্বদেশি প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। সে দিনের দেশপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু ক্ষুদিরামকেন স্কুল ছেড়ে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হল, কেন ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিতে গেল এই প্রশ্ন তোলেননি। বরং দেশের মানুষকে, কিশোর ও তরুণদের ক্ষুদিরামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি নজরুল। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর যে ছাত্ররা ক্ষুদিরামের ছবিতে মালা দিয়েছিল তাদের একজনের নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তদানীন্তন ছাত্র আশুতোষ মুখার্জী ছাত্র মিছিল সংগঠিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের চোখে একাজ ছিল অন্যায়, কিন্তু দেশপ্রেমিক মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন ঐ প্রতিবাদী ছাত্রদের। সেভাবেই আজ রাজ্যের শিক্ষক অভিভাবকরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন ডি এস ও'র কর্মী সংগঠকদের।

হালিশহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অল ইণ্ডিয়া ডি এস ওর এক কর্মীকে বলেছেন, 'তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে। আমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও মিছিলে গিয়েছিল, আমি তোমাদের দাবির সাথে এক মত।' মধ্য কলকাতার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল গেটে এক ডি এস ও কর্মীকে দেখে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে সমস্ত ঘটনা শোনার পর বলেন,' একমাত্র তোমরাই তো আন্দোলন করছ। তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে। ভয় পেও না। আমরা সাথে আছি।' পুরুলিয়ার জে.কে কলেজের টীচার ইনচার্জের অভিমত, 'ছাত্ররা চিরকাল আন্দোলন করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। শিক্ষার দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে যাবে না তো কারা যাবে? স্কুল ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হলে তাদেরই যাওয়া উচিত। শুরুতেই তারা সব কথা বোঝে না, কিন্তু মূল জিনিসটা ধরতে পারে। সব বুঝব, তারপর কাজ করব —এ হলে কোন দিন কেউ কিছু করতে পারবে না।' ঐ জেলারই আর এক প্রবীণ শিক্ষক অনাদি মাজি বলেছেন, 'শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করবেই। এ না হলে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যারা ছাত্রদের শিক্ষার জন্য এতো দরদ দেখাচ্ছেন, তাঁরা শিক্ষা ধবংস করার সরকারি নীতির বিরুদ্ধে নীরব। স্কুল ভাঙচুর হল তাঁরা কিছু বললেন না।' আর একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকের বক্তব্য, 'ছাত্ররা আন্দোলনে যাবে কি যাবে না এটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। আলোচ্য বিষয় হল, ক্লাস এইট অবধি পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আটকাতে হবে। তার জন্য যা দরকার তা করতে হবে। এই কথাটা গুলিয়ে দিতেই বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে।' কলকাতার চাঁদনি চকে এক চিনা মাটির দ্রব্যের দোকান কর্মচারী টিভিতে খবর দেখতে দেখতে ডি এস ও'র এক কর্মীকে বলেছেন- 'তোমাদের ছোট করে দেখাতে না পারলে কোনও সরকার মানুষের সর্বনাশ করতে পারবে না। তাই সব কিছু ভুলে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' হুগলির সাহাগঞ্জের এক অভিভাবক তাঁর ছেলেকে মিছিলে যেতে দেখে সঙ্গী ডি এস ও কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেন,' কোন পার্টির ছাত্র সংগঠন?' এস ইউ সি আই (সি)'র নাম শুনে বলেন,' ভালো পার্টি। আমার ছেলেকে অবশ্যই এই পার্টির কর্মসূচীতে নিয়ে যাবে, ছাত্রদের নিয়ে কোনও বৈঠক করতে হলে আমার বাড়িতেও করবে।' রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন একটি বিভাগের এক কর্মচারী ঐ বিভাগেই কর্মরত এক এস ইউ সি আই (সি) কর্মীকে বলেছেন, ' ঠিক দাবি নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। এর পর মিছিল -মিটিং হলে আমায় জানিও, আমার ছেলেকে নিয়ে আমিও যাব।' এই হল সাধারণ মানুষের কথা। মানুষ শত্রু-মিত্র চেনে জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, শুধু টিভির ছবি দেখে বা কাগজ পড়ে নয়।

মানসিক হাসপাতালগুলির যত্ন নেওয়া হোক

লোকসভায় ডাঃ তরুণ মণ্ডল

জুভেনাইল জাস্টিস সংশোধনী বিল ২০১১ সমর্থন করে সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মানসিক হাসপাতালের সংখ্যা এমনিতেই খুব নগণ্য। সরকারি হাসপাতালগুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। একজন ডাক্তার হিসাবে আমি এ কথা না বলে পারছি না যে, মানসিক রোগীদের এইসব হাসপাতালে পাঠাবার আগে হাসপাতালগুলির যত্ন নেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ব জুড়ে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, অল্পবয়স্ক কিশোর-কিশোরীরাও এর শিকার হচ্ছে। অস্থিরতা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি জীবনধারণের অনিশ্চয়তাও প্রকট হচ্ছে, পারিবারিক শান্তি সৌহার্দ্যও হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতনের ফলে অল্পবয়সীরাও মানসিক রোগরে শিকার হচ্ছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, এই বিল ছোটদের মানসিক রোগের মোকাবিলা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আমরা এমন কোনও বিল কি পেতে পারি, যে বিল এই রোগ ছড়িয়ে পড়াকে আটকাতে পারে? আসলে মানসিক রোগের বিস্তার ঘটে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়, তা নিয়ে আমাদের অবশ্যই মাথা ঘামানো দরকার।

মাননীয় গিরিজা ব্যাস উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮৭-এর মানসিক স্বাস্থ্য আইন অনুযায়ী এই রোগীদের জেলে পাঠানো হয়। আমি বলি, এ'রকম একটি পুরাতন আইন সম্পূর্ণ পাল্টানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ করে কমরেড তরুণ মণ্ডল বলেন, হুগলী জেলার মানকুণ্ডুতে অনেক পুরনো একটি বিখ্যাত মানসিক হাসপাতাল আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়ে হাসপাতালটিকে চিকিৎসার উপযুক্ত করে তুললে ছোটবড় সকল মানসিক রোগী উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, এখন মানসিক রোগের ওষুধের দাম অত্যন্ত চড়া, চিকিৎসা ব্যয়বহুল। সরকারের উচিত ওষুধের দাম কমানো এবং হাসপাতালে সরবরাহ নিয়মিত করা। এখন মানসিক হোমগুলিতে মদ সহ কিছু নেশার ওষুধ গার্ড ও প্রশাসনের সাহায্যে পাচার করা হয়। বিষয়টিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এর বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ডাক্তার হিসাবে আমি দেখেছি, কুসংস্কার, আর্থিক দুরবস্থা ও সামাজিক দুর্নামের ভয়ে, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও বহু শিশু-কিশোর ও বয়স্ক মানসিক রোগীদের আত্মীয়রা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। আমি আশা করি, এই বিলে এ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার করবে।

ব্যক্তিবাদের শিকার হলে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করা অসম্ভব

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে ঘাটশিলার সভায় কমরেড রণজিৎ ধর

৫ই আগস্ট, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় অবস্থিত 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অধ্যয়ন কেন্দ্রে' গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়।

সকালে স্টাডি সেন্টারে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কমরেড রণজিৎ ধর ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী এবং স্টাডি সেন্টারের পক্ষে কমরেড মলয় বোস। দলের বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতারাও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

দুপুরে স্টাডি সেন্টারের হলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা এসে সভায় উপস্থিত হন। দলের রাজ্য সংগীতগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। মূল বক্তব্য রাখেন কমরেড রণজিৎ ধর।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা প্রত্যেকে বিচার করে দেখি, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আমরা নিজেদের জীবনে কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছি, তাঁর নির্দেশিত পথে কতটুকু এগোতে পেরেছি। এমনিতে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করে প্রতিদিনই সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আবার এই বিশেষ দিনে আমরা তাঁকে স্মরণ করি শুধু নয়, তাঁর জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করি।

তিনি বলেন, শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বেই পুঁজিবাদ আজ চরম সংকটে। ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে শুরু করে অগ্রসর-অনগ্রসর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই জনসাধারণের উপর প্রবল আর্থিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির দুঃসহ বোঝা নেমে এসেছে। প্রতিদিন মানুষ এখানে সেখানে বিক্ষোভে ফেটেও পড়ছে। অথচ এই বিক্ষোভগুলিকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়ে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে শোষণমুক্তির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনাও তেমনভাবে চোখে পড়ছে না।

অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই দুনিয়ার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়, যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। গরিব মজুর চাষি মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে এমনকী সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা দলে দলে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল আমরা বিশ্ববিপ্লবের দরজায় পৌঁছে গিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ আন্দোলন থমকে দাঁড়াল। কমিউনিস্ট আন্দোলন পিছোতে লাগল। কেন এমন হল? পুরনো কমরেডরা সকলেই জানেন, তৎকালীন সময়ে লেখা 'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা' বইতেও পাবেন, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সেই প্রবল জোয়ারের সময়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে মেনেই সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে দ্বান্দিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, অবিলম্বে এই ত্রুটি থেকে সাম্যবাদী আন্দোলনকে মুক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। আমাদের দেশে সিপিআই-সিপিআই(এম)-কেই দেখুন। প্রথমে যখন তারা এক পার্টি সিপিআইতে ছিল, পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ অন্ধভাবে রুশ পার্টিকে অনুকরণ করেছে। পরবর্তীকালে দুই পার্টিতে ভাগ হওয়ার পর সিপিআই রুশ পার্টিকে, সিপিএম চীন পার্টিকে অনুকরণ করত। এরও পরে যখন সিপিএম থেকে আবার নকশালপন্থীরা বেরিয়ে গিয়ে চীনপন্থী হয়ে পড়ল, তখন সিপিএম কোনও দিকে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেও বাস্তবে সোভিয়েটের দিকে পুনরায় ঝুঁকতে শুরু করে। এই যান্ত্রিকতার পরিণতিতেই আমরা দেখেছি, মতাদর্শগত বিতর্ককে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শিবির সোভিয়েট ও চীন এই দুই ভাগে যখন বিভক্ত হয়ে গেল তখন শুধু আমাদের দেশেই নয়, দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অন্ধের মতো যান্ত্রিকভাবে সোভিয়েট ও চীন এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির এবং প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন দ্বান্দিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনই একটি দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মধ্যেও নেতা-কর্মী সম্পর্ক, নেতা-নেতা সম্পর্ক, কর্মী-কর্মী সম্পর্কের রীতিও হচ্ছে দ্বান্দিক। এই দ্বান্দিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলকে পরিচালিত করতে হলে দলের অভ্যন্তরে খোলামেলা পরিবেশ দরকার, যেখানে মন খুলে সকলে নিজের বক্তব্য বলতে পারে, তর্কবিতর্ক করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। এই তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং অন্যের বক্তব্যের আধারে নিজের মতকে বিচার করে যথাসম্ভব সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাবার চেষ্টা করা। কারণ কমিউনিস্টরা সত্যের সাধক। সত্যকে জেনে সত্যপথে চলাই কমিউনিস্টদের জীবনসাধনা।

তিনি আরও বলেন, অনুকরণ করে কোনও দেশে বিপ্লব হয় না। সত্য হচ্ছে বিশেষ সত্য। প্রতিটি

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সাধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে খেয়ালে রেখে সেই দেশের বিপ্লবের বিশেষ লাইন নির্ধারণ করতে হয়। এইটি করতে পারে একমাত্র সেই দেশের যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী সর্বহারা পার্টি। তাই বিপ্লবের জন্য চাই সঠিক বিপ্লবী পার্টি। সঠিক বিপ্লবী পার্টি বিনা কোনও দেশেই বিপ্লব সফল হতে পারে না। আজ দুনিয়ার সর্বত্র দেখুন। শুধু এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেই নয়, পশ্চিমের উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও মানুষ প্রতিদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কিন্তু যতদিন না এই সব আন্দোলনগুলিতে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন কোনও আন্দোলনই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক বিশেষ ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লবের সংস্কৃতি অনুযায়ী কমরেডদের নিজেদের পালটে ফেলতে হবে। তা না হলে চলবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ব্যক্তিবাদ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। এই ব্যক্তিবাদ সমাজকে জানে না। এমনকী নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে পর্যন্ত জানে না। এ শুধু জানে নিজেকে। এই ব্যক্তিবাদ যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন আমাদের পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমাদের ছোট ছোট মোহ, পারিবারিক কর্তব্যবোধ, একটু আরাম আয়েস বিপ্লবের থেকে আমাদের দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। যারা একদিন সবকিছু বিপ্লবের প্রয়োজনে ছেড়েছিল, তারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের সামনে নিজেদের ঠিক রাখতে পারছে না। আর যারা ভাবছে সব কাজ সামলে পরে বিপ্লবের কাজটা করব, তাদের সেদিন কখনও আসবে না, পুঁজিবাদ আসতে দেবে না। আমি অনুরোধ করব, আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে নিজেদের পাল্টে ফেলুন। খোলা মনে সমালোচনাকে স্বীকার করুন। তর্ক করুন, কিন্তু তা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা জাহির করার জন্য নয়। তর্ক করুন জানবার জন্য। সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করুন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন— প্রত্যেকটি দর্শনের প্রাণসত্তাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি।

আজ আমাদের দেশে বিপ্লবের জমি সবদিক থেকেই প্রস্তুত। কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে তৈরি সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ও আছে। শুধু প্রয়োজন উপযুক্ত শক্তি। এই শক্তি আমাদের দ্রুত অর্জন করতে হবে। দেশে যেসব রাজনৈতিক দল আছে, অর্থাৎ কংগ্রেস, বিজেপি, লোকজনশক্তি, সমাজবাদী পার্টি, তেলেগু দেশম, সিপিআই-সিপিএম, আরজেডি, জেএমএম, তৃণমূল কংগ্রেস — এরা সকলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর দল। যখন গরিবদের বস্তি উচ্ছেদ করা হয় তখন আপনারা দেখেছেন, এরা সকলেই মালিকশ্রেণীর পাশেই দাঁড়ায়। রাঁচি, টাটা সর্বত্র যেখানে বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেখানেই এই দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। অথচ এরই পাশাপাশি আমাদের পার্টি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন পরিচালিত করছে। আর এই আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করেই পার্টির সংগঠন বাড়ছে। কিন্তু বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। সাথে সাথে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামটাও যদি আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালাতে পারি তবেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। এই কাজে বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ প্রত্যেকটি দেশেই ছাত্র-যুবকেরাই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

রাঁচিতে কমরেড হেম চক্রবর্তীর স্মরণ সভা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির প্রয়াত সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ সেপ্টেম্বর রাঁচির বিধায়ক আবাস হলে। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে পি সিংহ। বিভিন্ন জেলা থেকে বিরাট সংখ্যায় দলের নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ এই সভায় যোগ দেন। প্রয়াত কমরেড হেম চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শিবনাথ মজুমদার, সি পি আই (এম এল) -এর শম্ভুনাথ মাহাতো, সি পি আই এম এল (লিবারেশন)-এর ভুবনেশ্বর কেওট, সমাজবাদী জনপরিষদের চন্দ্রমোহন চৌধুরী, পি ইউ সি এল-এর শশীভূষণ পাঠক, জনসংস্কৃতি মঞ্চের অনিল অংশুমান, এইচ এম-এস এর আর এস যাদব, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতারাও মাল্যদান করেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকেও প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

বিভিন্ন দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেড হেম চক্রবর্তীর জীবনের নানা দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রধান বক্তা কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, পূর্ববর্তী বক্তারা সকলেই কমরেড হেমদার জীবনসংগ্রাম এবং তাঁর প্রেরণাদায়ক বিপ্লবী চরিত্রের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। হেমদা যথার্থই এই প্রশংসা পাওয়ার মতো যোগ্য নেতা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে যে কথাটা মনে না রাখলে আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তা হচ্ছে, কোনও ব্যক্তিই পৃথিবীতে মহান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। প্রতিটি মানুষের সংগ্রামই তার চরিত্রকে গড়ে দেয়। হেমদাও যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন, যার প্রশংসা এখানে সকলেই করেছেন, তাও একটা বিশেষ সংগ্রামের ফল। ফলে হেমদাকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানাতে হলে তিনি যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের সৃষ্টি, সেই প্রক্রিয়াটি আমাদের জানতে হবে। সেই প্রক্রিয়া হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এই আদর্শকে সামনে রেখে জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে হেমদা কঠিন ও আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ তিনি বিপ্লবী চরিত্রের এই উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। সর্বহারার মহান নেতা, আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে যারা এগিয়ে আসবেন তাদের অবশ্যই আজকের যুগোপযোগী সর্বহারাশ্রেণীর উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হবে। তিনি নিজেই নিরবচ্ছিন্ন ও সুকঠিন জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে আজকের যুগেরে এক আদর্শ বিপ্লবী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আমাদের দল বিপ্লবী চরিত্র গঠনের এই সংগ্রামের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। কমরেড হেমদা এই সংগ্রামেরই ফল। কমরেড শিবদাস ঘোষকে না জানলে আমরা হেমদাকে বুঝতে পারব না, তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হেমদা যখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলে যোগ দেন, তখন এ দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে আরও দল ছিল, বিশেষ করে সিপিআই তখন অনেক বড় দল এবং তাদের পিছনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সমর্থনও ছিল। সেই সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু লোকের পক্ষে নতুন করে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা কত কঠিন ছিল, তা আজ কল্পনা করাও মুস্কিল। তৎসত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পার্টি গঠনের সেই কঠিন সূচনা পর্বে হেমদা পরিবার, চাকরি কোনও কিছুর পরোয়া না করে নিজেকে এই যজ্ঞে সমর্পণ করেছিলেন। মূল্যবোধের এক উন্নত মান ব্যতিরেকে এ জিনিস অসম্ভব। অনেকে প্রায়ই বলেন, তাঁদের যদি পরিবার না থাকত, তাহলে তাঁরা পুরোপুরি বিপ্লবী হতে পারতেন। পরিবারের মধ্যে থেকে তাঁরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পিজিতে সি আর নির্বাচনে তৃণমূল-এসএফআই গোপন বোঝাপড়া
তবুও জয়ী এ আই ডি এস ও

এস এস কে এম মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংসদের শ্রেণী প্রতিনিধি নির্বাচনে তৃণমূল ছাত্রপরিষদ এবং এস এফ আইয়ের গোপন বোঝাপড়াকে পরাস্ত করে গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিজয়ী হয়েছে এ আই ডি এস ও। ১০টি আসনের মধ্যে এ আই ডি এস ও ৬টিতে জয়লাভ করে, তৃণমূল ছাত্রপরিষদ একটি আসনও পায়নি, ৪টি আসন পেয়েছে এসএফআই। ইতিপূর্বেই সাধারণ সম্পাদক সহ ছাত্রসংসদের অন্যান্য পদের নির্বাচনে ডিএসও প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে। এবার হল শ্রেণী প্রতিনিধি নির্বাচন।

এ প্রসঙ্গে এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই বলেন, 'গত তিন বছরে সরকারি দলের আনুকূল্য নিয়ে প্রবল সন্ত্রাস চালিয়েও এসএফআই এখানকার ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ডিএসওকে পরাস্ত করতে পারেনি এবং ডিএসও পরিচালিত ছাত্রসংসদ ছাত্র আন্দোলনের আশা-ভরসা ও অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর অন্যান্য কলেজের মতো এসএসকেএমেও এসএফআইয়ের একাংশ তৃণমূল ছাত্রপরিষদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কলেজে ছাত্রছাত্রীদের উপর ক্যাপিটেশন ফি চাপানো এবং কমন এন্ট্রান্স টেস্ট চালুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের একমাত্র শক্তি এআইডিএসওকে পরাস্ত করতে তৃণমূল ছাত্রপরিষদ ও এসএফআই পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলে। এসএসকেএমের ছাত্রছাত্রীরা এই নীতিহীন বোঝাপড়া ও ঐক্যকে প্রত্যাখ্যান করে। তার ফলে, তারা প্রথম বর্ষে কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। অন্যান্য বর্ষে দু-পক্ষ এমনভাবে প্রার্থী সাজায় যাতে এক ক্লাসের তৃণমূল ছাত্রপরিষদ প্রার্থী এসএফআইয়ের সব ভোট পেতে পারে, আবার অন্য ক্লাসে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সব ভোট এসএফআই পায়। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে তারা নির্বাচনের আগের দিন গভীর রাতেও ডিএসও সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে ফোন করে হুমকি দেয় এবং ভোটদানে বিরত থাকতে বলে। এতদসত্ত্বেও সমস্ত চক্রান্তকে পরাস্ত করে ছাত্রছাত্রীরা বেশির ভাগ আসনে ডিএসও প্রার্থীদেরই জয়ী করে।'

এই জয়ের জন্য তিনি এবং এসএসকেএম মেডিকেল কলেজের ডিএসও ইউনিট সম্পাদক কমরেড গৌরাঙ্গ প্রামাণিক সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাঁচিতে কমরেড হেম চক্রবর্তীর স্মরণ সভা

পাঁচের পাতার পর

কেমন করে বিপ্লবী হবেন? কমরেড হেমদা নিজের জীবন দিয়ে একথা মিথ্যা প্রমাণ করে গেছেন। সে সময় পার্টি সেন্টার না থাকায় তিনি পরিবারের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, সে জীবন তিনি যাপন করেননি, নিদ্রায়-জাগরণে তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, কীভাবে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা যায়। পরবর্তীকালে যখনই পার্টি সেন্টার স্থাপিত হয়েছে, তিনি পরিবার ছেড়ে সেন্টারে চলে এসেছেন। নিজের জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে তিনি সেই স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে বিপ্লব এবং ব্যক্তিগত জীবন আলাদা ছিল না। বিপ্লবই জীবন, দলই জীবন, এর বাইরে কোনও ব্যক্তিগত জীবন নেই — এই উচ্চতায় হেমদা পৌঁছেছিলেন, আর সেই কারণে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় তাঁকে স্টাফ মেম্বারশিপ দেওয়া হয়েছিল। হেমদার সন্তান ছিল, কিন্তু হেমদা পার্টি কমরেডদের আপন সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন। বিপ্লবের প্রতি সমর্পিত প্রাণ কর্মীরা তাঁর নিজের সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল। কমরেড হেমদা খুবই সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। তাঁর পোশাক, খাওয়াদাওয়া ছিল অতি সাধারণ। সংগঠনের কাজে অত্যন্ত দুর্গম এলাকাতেও এই বয়সে তিনি মাইলের পর মাইল হেঁটে যাতায়াত করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আচার-আচারণ ছিল ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো। তিনি এত বড় একজন নেতা ছিলেন, অথচ তাঁর সামনে গেলে কেউ এটা বুঝতেই পারতো না। তিনি কখনও তা জাহিরও করতেন না। সহজ, সরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হেমদার কাছে তাই সবাই অনায়াসে আসতে পারতেন। বিপ্লবের জন্য কোনও কাজই ছোট নয়, — একথা হেমদা তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, ছোট হয়ে বড় হতে শেখো। হেমদা এই বয়সে এবং রাজ্য সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও সেন্টারের ঘরকন্নার বিভিন্ন কাজ নিজে হাতে করতেন। কমরেডরা বারবার মানা করা সত্ত্বেও তিনি ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা, বাসনমাজার কাজ করতেন এবং তা অত্যন্ত সুচারুরূপেই করতেন। আজ ব্যক্তিবাদ বিপ্লবের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কমরেড হেমদার জীবনে নেতৃত্বের পদ, মিথ্যা আত্মসম্মান, যশের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কোনও স্থান ছিল না। তাঁর এই মহান বিপ্লবী জীবন আমাদের সামনে এক জ্বলন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে বিরাজ করবে।

বলদ কেনার অর্থ নেই, লাঙল টানছে মানুষ

ক্রিকেট ও বলিউডের মহানগরী মুম্বাইয়ের অদূরেই মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ জেলা। সেখানকার জমিতে চাষের কাজ চলছে, তবে লাঙল টানছে নিরুপায় কৃষক। কারণ, ট্রাক্টর বা বলদ কেনা তো দূরের কথা, লাঙল টানার বলদ ভাড়া করবার ক্ষমতা নেই তাঁর।

অভাবের তাড়নায় একের পর এক কৃষকের আত্মহত্যা বরাবরই খবরের শিরনামে এনেছে এই বিদর্ভকে। তা নিয়ে অনেক আলোড়ন হয়েছে দেশ জুড়ে। নানা সময়ে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীরা নানা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। সংবাদমাধ্যমে যাঁকে হবু প্রধানমন্ত্রী বলে তুলে ধরা হচ্ছে, সেই রাহুল গান্ধীও বিদর্ভ সফর করে বাণী দিয়েছেন। কিন্তু বিদর্ভ রয়েছে সেই অন্ধকারেই। *(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫-৭-১১)*

পেট্রলের দাম ভারতের থেকেও কম আমেরিকা-পাকিস্তান-বাংলাদেশে

পেট্রলের দাম ভারতের থেকেও কম আমেরিকায়। এমনকী ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও তেলের দাম ভারতের থেকে বেশ কম। দিল্লিতে পেট্রলের দাম যেখানে লিটার পিছু ৬৩ টাকা ৭০ পয়সা, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার দাম ৪২ টাকা ৮২ পয়সা। অর্থাৎ লিটারে ২০ টাকা ৮৮ পয়সা কম। লিটার পিছু পেট্রোলের দাম পাকিস্তানে ৪১.৮১টাকা (ভারতের থেকে ২১.৮৯ টাকা কম), শ্রীলঙ্কায় ৫০.৩০ টাকা (ভারতের থেকে ১৩.৪০ টাকা কম), বাংলাদেশে ৪৪.৮০ টাকা (ভারতের থেকে ১৮.৯০ টাকা কম) ও নেপালে ৬৩.২৪ টাকা (ভারতের থেকে ৪৬ পয়সা কম)। রাজ্যসভায় গত ২৩ আগস্ট এই তথ্য জানিয়েছেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দফতরের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং। কেন এমন বাড়তি দাম বহন করতে হচ্ছে ভারতীয় জনগণকে? কারণ, সরকারি ট্যাক্সের বোঝা। লিটার পিছু পেট্রলে এ দেশে সরকারি ট্যাক্স ৪০.৩৩ টাকা। এই ট্যাক্স বাদ দিলে লিটার পিছু পেট্রোলের দাম হয় ২৩ টাকা ৩৭ পয়সা মাত্র, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।

এ দেশে তেলের দাম আমেরিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশের চেয়েও বেশি বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্বিগ্ন বা অস্বস্তিতে — তা কিন্তু নয়। বরং তিনি খুশি প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ইউরোপের দেশগুলিতে পেট্রলের দাম ভারতের থেকেও বেশি। *(দ্য ইকনমিক টাইমস, ২৪-০৮-১১)*

জেলায় জেলায় আঞ্চলিক যুব সম্মেলন

একদিকে ভয়াবহ বেকারি, অন্যদিকে তীব্র মূল্যবৃদ্ধি। জনজীবন বিপর্যস্ত বললেও কম বলা হয়। পাশাপাশি চলছে মদ-জুয়া-সাট্টার রমরমা কারবার। চলছে আন্দোলন-বনধ-অবরোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে দেশের মালিকশ্রেণীর নিরন্তর প্রচার। জনজীবনের এই শ্বাসরোধী অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও। দুর্বার যুব আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলায় জেলায় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তারা গড়ে তুলছে আন্দোলনের বিভিন্ন কমিটি। ২৩ আগস্ট বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার চিঙ্গানী হাইস্কুলে, ২৫ আগস্ট ছাতনা থানার জিড়রা গ্রামে এবং ২৮ আগস্ট হাওড়ার বাগনান গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক যুব সম্মেলন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাসুদেব সামন্ত বাগনান ও চিঙ্গানীর সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন। বাগনানের সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস চিত্ত পড়িয়া, প্রদীপ মণ্ডল, এবং জেলা সম্পাদক কমরেড নিখিল বেরা। শ্যামল অধিকারীকে সভাপতি, রমেন মাইতি ও শশধর খানকে যুগ্মসম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। ওন্দা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে কমরেড আবদুল মণ্ডল ও মনোরঞ্জন কর। জিড়রা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে কমরেড নারান সরেন ও কমরেড সঞ্জয় কর্মকার। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিদ্যুৎ শীট।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বন্যাক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ

আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি সহ বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণ দেওয়ার দাবি, কেলেঘাই, বাগুই, চন্ডীরা নদীর সংস্কার এবং মোয়াদিঘী, গমাখালি, দেনান, দোহাটি খালগুলির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, রূপনারায়ণ নদীর ভাঙনরোধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফুল, মাছ ও সবজি চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে ৩ শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস নন্দ পাত্র, জগন্নাথ দাস, তপন ভৌমিক, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস মানিক মাইতি ও লেখা রায়। প্রবল বর্ষণের মধ্যে তমলুক মানিকতলা থেকে ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে হাসপাতাল মোড়ে পৌঁছালে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও জমি অধিগ্রহণ নীতির প্রতিবাদে ও এলাকার উন্নয়নের দাবিতে ক্যানিংয়ের অঞ্চলে অঞ্চলে জনসভা

১১ সেপ্টেম্বর সন্দেশখালির ইটখোলা অঞ্চলের সভা। প্রধান বক্তা ছিলেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

১৩ সেপ্টেম্বর নিকারিঘাটা অঞ্চলের সাতমুখী হাটে জনসভা। বক্তব্য রাখেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। উভয় সভাতেই সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাদল সরদার।

যুদ্ধবাজ ইজরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভে উত্তাল দেশবাসী

ইজরায়েল। অনর্গল বোমাবর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র হানায় পটু মার্কিন মদতপুষ্ট আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী একটি দেশ। ইজরায়েল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এরকমই ধারণা। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দেশ ইজরায়েল। দেশটির কুখ্যাতি প্রতিবেশী প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড গায়ের জোরে দখল করার লক্ষ্যে সেখানকার অধিবাসীদের উপর বর্বর হামলা চালানোর জন্য। এই দখলদারি ও তার বিরোধিতায় ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে হানাহানি নিত্যদিনের ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি চালিয়ে ইজরায়েল গোটা দুনিয়ার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের নিন্দা কুড়িয়েছে। যুদ্ধাস্ত্রের রমরমা ব্যবসাতেও ইজরায়েল সামনের সারিতে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে দেশে দেশে উগ্রবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে উস্কানি দিয়ে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ-কৌশল বাধাহীন করার কাজে দক্ষ এ দেশের গোয়েন্দাবাহিনী 'মোসাদ'।

এ হেন দুঁদে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইজরায়েল আজ নিজেই কাঁপছে দেশের অভ্যন্তরে প্রবল আন্দোলনের ধাক্কায়। গত ৩ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলের তেল আভিভ, জেরুজালেম ইত্যাদি প্রধান শহরগুলিতে ব্যাপক বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সে দেশের সাধারণ মানুষ। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ইজরায়েলি 'সামাজিক ন্যায়বিচার'-এর দাবিতে এ দিন প্রতিবাদ মিছিলে পথে নেমেছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম কমিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা সহনীয় করার জন্য। সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে বীভৎস ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

জনসাধারণের দুর্দশা অন্য দেশের মতোই

জি ডি পি-র হিসাবে ইজরায়েল যথেষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্র হলেও আর পাঁচটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতোই ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের জীবন সংকটে সংকটে জর্জরিত। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বিপুল সম্পদের অধিকারী হলেও মূল্যবৃদ্ধির চাপে সে দেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে জীবনযাপনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তশ্রেণী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চাপে দ্রুত দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। ইজরায়েলের সরকারি রিপোর্টেই বলছে, ২০০৭ সালের তুলনায় বাড়িভাড়া বেড়েছে ৪০ শতাংশ। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জীবনযাত্রার অন্যান্য উপকরণের খরচ। অথচ সরকারের মাথাব্যথা নেই, তারা ব্যস্ত আরব ভূখণ্ড দখলে রাখতে এবং যুদ্ধোপকরণের পিছনে খরচ ক্রমাগত বাড়াতে।

এরই প্রতিবাদে পথে নেমেছে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বৈরাচারবিরোধী যে আন্দোলনে আরব ও আফ্রিকার একাংশ সম্প্রতি উত্তাল হয়ে উঠেছে, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গত মার্চেই বলেছিলেন, গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলই একমাত্র দেশ যেখানে কোনও বিক্ষোভ নেই, প্রতিবাদ আন্দোলন নেই। তিনি বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক ইজরায়েল একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ; এখানে আইনের চোখে সকলেই সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। নেতানিয়াহুর সেই গর্বিত মন্তব্যকে বিদ্রূপ করেই যেন মধ্যপ্রাচ্যের আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে ইজরায়েলে। বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে সামিল হয়েছে ইজরায়েলের মেহনতি মানুষ। আন্দোলনের উত্তাল ঢেউয়ে কিছুটা আতঙ্কিত হয়েই নেতানিয়াহু একটি আর্থিক সংস্কার কমিটি গঠন করে বিক্ষোভ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও উদারনীতির কট্টর সমর্থক ইজরায়েলের এই দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী একই সাথে ঘোষণা করেছেন, পরোক্ষ কর কমানো কিংবা বিনা ব্যয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর যে সব দাবি আন্দোলনকারীরা তুলেছে, তাঁর সরকার সেগুলি পূরণ করবে না। কারণ হিসাবে নেতানিয়াহু ইউরোপের দেশগুলির সাম্প্রতিক আর্থিক মন্দার বিষয়টিকে অজুহাত করছেন। বলছেন, এই দাবিগুলি পূরণ করতে হলে ইজরায়েলের অর্থনীতিও ঐ সমস্ত দেশের মতো ধসে পড়বে। পুঁজিপতিশ্রেণীর চতুর সেবক হিসাবে গণআন্দোলন দমনের আর একটি কৌশলও তিনি নিয়েছেন। ধনী-গরিবে ভাগ হয়ে যাওয়া ইজরায়েলি ইহুদিদের 'জাতীয় ঐক্যে'র ধুয়ো তুলে নেতানিয়াহু রাষ্ট্রসংঘের আসন্ন ভোটপর্বের অজুহাত দেখাচ্ছেন দেশবাসীকে, যেখানে নির্ধারিত হবে প্যালেস্টাইনকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি। ইজরায়েলের সাধারণ মানুষ অবশ্য নেতানিয়াহুর এইসব ছলনায় বিভ্রান্ত হয়নি। সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে, জীবনযাত্রা সুসহ করার লক্ষ্যে আন্দোলনে তারা অনড়।

বিক্ষোভের সূত্রপাত

বিক্ষোভের সূত্রপাত ১৪ জুলাই তেল আভিভ শহরে। বাড়িভাড়ায় ব্যাপক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সেদিন প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন ইজরায়েলের একটি যুবগোষ্ঠী। তেল আভিভের ধনী অধ্যুষিত রথ্‌সচাইল্ড অ্যাভিনিউয়ে তাঁবু খাটিয়ে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন। তাঁদের এই প্রতিবাদ সেদিন যেন আগুন লাগিয়েছিল ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের বুকে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদে। এর পরেই পুঁজিবাদের নির্মম শোষণে অসহনীয় জীবনযাত্রার প্রতিবাদে বিপুল সংখ্যায় পথে নামতে শুরু করলেন তাঁরা। দিনের পর দিন তেল আভিভ সহ ইজরায়েলের অন্যান্য শহরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালাতে লাগলেন। ৬ আগস্ট গোটা ইজরায়েল জুড়ে ৩ লক্ষ ইজরায়েলি নাগরিকের বলিষ্ঠ পদচারণায় কেঁপে উঠেছিল একের পর এক শহর। তারই ধারাবাহিকতায় ঘটে গেল ৩ সেপ্টেম্বরের ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন।

শুরুরও শুরু থাকে। ১৪ জুলাই প্রতিবাদের প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনের কয়েক সপ্তাহ আগেই ঘটে গিয়েছিল আরেকটি ঘটনা। দুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইজরায়েলের মধ্যবিত্ত মানুষ বয়কট করেছিলেন দুগ্ধজাত দ্রব্য। দাম কমাতে বাধ্য হয়েছিল দুগ্ধ শিল্পগোষ্ঠী। এভাবেই মানুষের বুকে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল একটু একটু করে। ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত আন্দোলনের কার্যকারিতার পরিচয়ও একটু একটু করে পাচ্ছিলেন ইজরায়েলের মানুষ। ধীরে ধীরে জেগে উঠেছেন ইজরায়েলের খেটে খাওয়া মানুষ, সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে ক্রমাগত আরও বেশি করে যোগ দিয়েছেন। শুধু যুবক-যুবতীরাই নয়, এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন শিশুদের অভিভাবকরা — সন্তান পালনের খরচ তাঁরা বহন করতে পারছেন না। যোগ দিয়েছেন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা, ট্যাক্সিচালকরা, শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা। এমনকী পুলিশ ও কারাগারের রক্ষীরাও নেমে এসেছেন পথে। ইজরায়েলে মোট জমির অধিকাংশই রয়েছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। সম্প্রতি অতি সামান্য দামে তা বৃহৎ জমি ব্যবসায়ী, রিয়েল এস্টেটের কারবারিদের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এর বিরুদ্ধেও ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের মনে। আন্দোলনে নেমে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছেন তাঁরা। ১ আগস্টের ধর্মঘটেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সে দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন 'হিস্টাড্রুট' একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই সংগঠনের চেয়ারম্যান ওফার এইনির মুখে আন্দোলনের তরুণ নেতাদের বিপুল প্রশংসা এবং সরকারবিরোধী হুঙ্কার শোনা গিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীরা যে মুহূর্তে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার দাবির মতো পুঁজিপতিদের স্বার্থবিরোধী দাবিগুলি তুলল, তখনই এইনি ভোল পাল্টে পুঁজিপতিশ্রেণীর সুরে সুর মিলিয়ে দাবিগুলিকে 'অবাস্তব' বলে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ইদানীংকালে এই এইনির নেতৃত্বেই ইজরায়েলের পুঁজিপতিশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী স্বার্থরক্ষকরা 'শিল্পে শান্তি'-র ধুয়ো তুলে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করছিল। তার জেরে কলকারখানায় ধর্মঘটের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। তারই সুযোগ নিয়ে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী সে দেশের মেহনতি মানুষের উপর শোষণ আরও তীব্র ও নির্মম করে তুলতে পেরেছে। অবশেষে জনবিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ইজরায়েল এবং আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে আন্দোলনকারীদের মধ্যে এইনির প্রভাব কমে গেছে।

কী বলছেন পথে নামা সাধারণ মানুষ? তেল আভিভের বাসিন্দা ওহাদ মিলচগ্রাব পেশায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। তিনি জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভালো চাকরি করা সত্ত্বেও তাঁরা কোনও মতেই সংসারের খরচ চালাতে পারছেন না, বাবা-মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্য নিতে হচ্ছে। তাঁরা দেখছেন, ইজরায়েল সরকার দেশের গুটিকয়েক ধনী পরিবারের স্বার্থের কথাই কেবল চিন্তা করে, কারণ এরাই গোটা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। বাদবাকি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সামান্য খোঁজও এই সরকার রাখে না। ডাক্তারি ছাত্র ইমরি ফিশার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে। বলেছেন,সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল অত্যন্ত খারাপ। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড নেই, রোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না, অপারেশন করাবার জন্য মানুষকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সর্বোপরি ডাক্তারি ছাত্রদের কাজ করতে হয় অত্যন্ত দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে। ইন্টার্নদের এক নাগাড়ে ৩০ ঘন্টা ধরে কাজ করতে হয়। এই অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁরা যা পান, তা দেশের নিম্নতম মজুরির চেয়েও কম। এরান কালিমি নামে এক নাগরিক বলেছেন, ইজরায়েলের আর্থিক বৃদ্ধির হার চমকপ্রদ। সরকারি রাজকোষে এবং দেশের ধনী নাগরিকদের হাতে দেদার অর্থ। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই অসহনীয় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এঁরা সকলেই বলেছেন, ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের টাকা থেকে আদায় করা ট্যাক্সের বিপুল অর্থ নেতানিয়াহু সরকার ঢেলে দিচ্ছে দেশের হাতে গোনা অল্প কয়েকজন বিপুল ধনী পুঁজিপতির পায়ে, জনগণের কল্যাণের জন্য প্রায় কিছুই করছে না।

ইজরায়েলের এই চিত্র বাস্তবে বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই চিত্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতির হিসাবে দুনিয়ার অন্যতম উন্নত দেশ ইজরায়েলে যে বীভৎস ধনবৈষম্য সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে দলে পিষে মারছে, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে ঢাকা, মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে নিতান্ত পিছিয়ে থাকা ভারতেও তার একই করাল চেহারা।

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান এবং ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে ওঠা জীবনযাত্রার মানের কারণে মানুষের মনে জমতে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে ইজরায়েলের সাম্প্রতিক এই গণআন্দোলনে। কিন্তু দেশের মেহনতিশ্রেণীর মানুষকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত সঠিক পথটি দেখাতে পারে, এমন যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে দেশে এখনও যথেষ্ট শক্তি নিয়ে উপস্থিত আছে কি না, সে কথা সবিস্তারে এখনও জানা যায়নি। নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রয়েছে ইজরায়েলের আন্দোলনকারীদের মধ্যে। বিভ্রান্তির সেই সব ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে আন্দোলন ভাঙার জন্য সে দেশের পুঁজিপতিরা নানা ছল-চাতুরি-অপকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। ইজরায়েলি পুঁজিপতিশ্রেণীর একটি গোষ্ঠী আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়াগুলির প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এমনকী একটি চিঠিও পাঠিয়েছে। এই জাগ্রত জনবিক্ষোভ পাছে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পথ ধরে, সেই ভয়ে তারা নেতানিয়াহু-কে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথাও বলছে। ভাবটা এমন, যেন প্রধানমন্ত্রীর পদে নতুন কাউকে বসালেই জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। আসলে ইজরায়েলি জনতার এই দুরবস্থার জন্য বিদ্যমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিই যে দায়ী, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই তারা আড়াল করতে চায়, তারা দেখাতে চায় যেন এর জন্য দায়ী আসলে নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন সরকারের অর্থনৈতিক নীতি। এ আসলে জনসাধারণের প্রতি চূড়ান্ত প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমও আন্দোলনকারীদের প্রতি সহমর্মিতার ভান করেছে। তাদেরও আসল উদ্দেশ্য, নাম কে ওয়াস্তে কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার করে ইজরায়েলি জনতার আন্দোলনে জল ঢালা এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের ব্যবস্থা যেমন চলছিল, তেমনই চলতে দেওয়া।

জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই সঠিক নেতৃত্ব

এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি গণবিক্ষোভ তার লক্ষ্যে কত দূর পৌঁছতে পারবে তা ভবিষ্যতই বলবে। তবে আশার কথা এই যে, এত বিপুল বিভ্রান্তি, নানা ধরনের টানা-পোড়েনের মধ্যেও আন্দোলনকারীদের একটি অংশ বুঝেছেন, কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার করে এই অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, এর জন্য চাই শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। তাই আন্দোলনে মঞ্চ থেকে স্লোগান উঠেছে — পুঁজিবাদ নয়, সমাজতন্ত্র চাই।

ইজরায়েলের সাম্প্রতিক এই গণবিক্ষোভের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, উগ্র ইহুদিবাদীদের অনুপস্থিতি। এই উগ্র মতবাদের হাওয়া তুলেই ইজরায়েলের শাসকশ্রেণী প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানায়। আন্দোলনকারীরা বুঝেছেন, শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী নিজস্ব স্বার্থে, খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্য ভাঙার অপকৌশল হিসাবে, দৈনন্দিন জীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে মেহনতি মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ইজরায়েলের বিরোধ জিইয়ে রাখে। তাঁদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, আন্দোলনের এই উত্তাল মুহূর্তে শাসকদের ষড়যন্ত্রে যে কোনও সময় আরব ভূখণ্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হানার কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাঁরা বলেছেন, এ ঘটনা ঘটলে 'ইজরায়েল বিপন্ন' এই জাতীয়তাবাদী ধুয়া তুলে শাসকরা দেশবাসীর সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলার সুযোগ পেয়ে যাবে এবং জনগণের ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনকে সহজেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। সতর্ক আন্দোলনকারীরা প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েলের খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্যের স্লোগান তুলছেন। ইজরায়েল কর্তৃক আরব ভূখণ্ডের দখলদারির বিরুদ্ধে শান্তির দাবিতেও তাঁরা আওয়াজ তুলছেন।

ইজরায়েলের এই আন্দোলন সফল করতে হলে প্রয়োজন সঠিক মার্কসবাদী আদর্শে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথার্থ বিপ্লবী দল। সে দেশে এই রকম একটি দলের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তা হলে সঠিক পদ্ধতিতে সেই রকম একটি দল গড়ে তুলে তার নেতৃত্বে জনগণকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক, দীর্ঘস্থায়ী, সচেতন ও লাগাতার আন্দোলনে সংগঠিত করা প্রয়োজন। আর যদি এ ধরনের দল ইজরায়েলে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই দলের উচিত আন্দোলনকারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে জনগণের মধ্যে যথার্থ মার্কসবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ না হলে হাজার ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ইজরায়েলি জনসাধারণের দাবিগুলি অপূরিতই থেকে যাবে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

অভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশে অভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এম সি আই)। এ প্রসঙ্গে এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এম সি আই-এর এই সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয়, দেশের মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীল নক্সা 'ভিশান ২০১৫' নামক যে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে চালু হতে চলেছে, এ তারই প্রথম পদক্ষেপ। এই পরীক্ষার সিলেবাস হিসাবে এম সি আই-এর ওয়েবসাইটে যা প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক অমিল রয়েছে। এর ফলে কোচিং সেন্টারগুলির উপর ছাত্রদের নির্ভরতা বাড়বে, গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। দেশের মেডিকেল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসক তথা শিক্ষাবিদদের বহুলাংশের মতামত না নিয়ে যেভাবে তড়িঘড়ি একতরফাভাবে শিক্ষাক্রমের এত রদবদল ঘটানো হচ্ছে, এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমল সাঁই তার কঠোর সমালোচনা করেন, এবং রাজ্যের মেডিকেল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-অভিভাবকদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

পি পি পির ভিত্তিতে হাসপাতালের প্রতিবাদ

পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতিতে বর্তমান রাজ্য সরকার ১৩টি জেলাস্তরের এবং ২৬টি মহকুমাস্তরের স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, জেলা ও মহকুমা স্তরে স্পেশালিটি হাসপাতালের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বর্তমান সরকারি হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীর শূন্যপদ পূরণ করা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা। সরকার তা না করে প্রতিটি জেলায় সরকারি কোষাগারের ৫০ কোটি টাকায় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটি করে হাসপাতাল খুলবে। সেখানে যে সংস্থাগুলি বরাত পাবে সেই সব বেসরকারি সংস্থাকে জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সরকার বিনা পয়সায় দেবে, তার উপরে দাঁড়িয়ে দেশি-বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে। এই নীতি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো বেশি করে বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেবে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যনীতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা যখন 'নিরাময় পলিক্লিনিক'-কে 'এ এম আর আই'-এর হাতে ১ টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়েছিল, তখন বলেছিল, সেখানে গরিব মানুষ চিকিৎসা পাবে, যা আজ স্বপ্নেরও অতীত। ডাঃ বেরা এই নীতি বাতিল করে সমস্ত সরকারি হাসপাতালের যথাযথ মানোন্নয়নের দাবি জানান।

ত্রাণের দাবিতে আন্দোলনের জয়

জীবনতলা থানার আঠারবাঁকি অঞ্চলের মানুষ ত্রাণের দাবিতে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তুলে তাঁদের দাবি আদায় করলেন। এই অঞ্চলে গত আগস্ট মাসের একটানা বর্ষণে বহু গরিব পরিবারের মাটির ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। গৃহহীন মানুষ নানা জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ঘরের যাবতীয় জিনিস এবং খাবার বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁদের অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। কাজের ন্যূনতম সংস্থান নেই। ১০ আগস্ট শতাধিক মানুষ ত্রাণের দাবিতে অঞ্চল প্রধানের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন। পরে মানুষের চাপে তিনি সকলের দরখাস্ত সই করে বিডিওর উদ্দেশে পাঠান। ১১ আগস্ট ৫৪ জন মহিলা সহ শতাধিক মানুষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জীবনতলায় ক্যানিং ২নং ব্লক অফিসে উপস্থিত হন। শূন্য থালা হাতে মহিলাদের বিক্ষোভের সামনে বিডিও ত্রাণের দাবি মেনে নেন এবং অঞ্চলপ্রধান যাতে ত্রাণ বণ্টনে টালবাহানা না করে তা দেখার জন্য একজন অফিসারকে ঐ অঞ্চল অফিসে পাঠান। ঐ অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা এবং দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নির্মল সরকার এই আন্দোলনের পাশে সর্বক্ষণ ছিলেন। আন্দোলনের জয়ের মধ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐ অঞ্চলে গণকমিটিতে অসংখ্য মানুষ সামিল হচ্ছেন।

কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ঃ অমানবিক ঘটনা বাঙুর হাসপাতালে

৩ সেপ্টেম্বর বিকাল থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত এক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা হাসপাতাল 'এম আর বাঙুর হাসপাতাল'। দুর্ঘটনায় আহত দু'জন বাইক আরোহী এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে প্রতিনিয়তই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার কথা বলছেন, সেখানে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও চিকিৎসার অভাবে মানুষ মৃত্যু বরণ করছে। এদিন বাঙুর হাসপাতালে শুধু বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই নয়, মৃত্যুর পর প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে মৃতদেহ দুটি ওয়ার্ডে রোগীদের পাশে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বাঙুর হাসপাতাল সুপারকে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সুপার তাঁর প্রশাসনের ব্যর্থতা স্বীকার করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সুব্রত বোস, আশিষ রায়চৌধুরী, সমর ঘোষ, নির্মল ঘোষ, শেখর দে, স্বপ্না দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ২৪ আগস্ট লোকসভায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত ভারত আজ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের নামের তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের একেবারে নিচের দিকে থাকলেও বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার উপরের দিকে রয়েছে ভারত ও তার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের নাম। স্বাধীনতা অর্জনের এই আগস্ট মাসে দুর্নীতি নিয়ে যা হচ্ছে তা দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক হলেও, আমার মনে হয়, সরকারের এ নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জাও নেই।

আমাদের দেশে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি কিছু কম নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, আরও একটি নতুন আইন রূপায়ণের মূল দায়িত্ব যাদের, সেই পুলিশবাহিনী হল সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। এদেশের বিচার বিভাগের উপরেও দুর্নীতির কালো ছায়া পড়েছে। ফলে, সরকারকে কোনও না কোনও একটি প্রক্রিয়া খুঁজে বের করতে হবে—সে লোকপালই হোক, কিংবা জনলোকপাল এবং দেখতে হবে একে জনস্বার্থে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

একইসঙ্গে, মানুষ যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, তখন তার সেই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করতে সরকার একের পর এক যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, সে বিষয়েও আমি উল্লেখ করতে চাই। তারা কোথায়, কতজন মিলে, কতদিন ধরে বিক্ষোভ দেখাবে — ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে সরকার তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপের নামে ১৪৪ ধারা জারি করাও গণতন্ত্রসম্মত নয়, বরং এ হল গণতন্ত্রের পরিহাস। বাস্তবে এ হল ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা স্বৈরাচার। সরকার চায় জনগণ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকুক এবং বিরোধী পক্ষও চুপ করে থেকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার প্রশ্রয়দানকারী দর্শকের ভূমিকা পালন করুক। উন্নয়নের প্রশ্নে সর্বদাই আমরা সরকারের মুখে অর্থের ঘাটতির কথা শুনি, কিন্তু সরকারি রাজকোষের বিপুল অর্থ দুর্নীতির পথে লুঠ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দণ্ডবিধি ও আইন কানুন যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্রশাসন সম্পূর্ণ অকার্যকরী।

আমি বিশ্বাস করি, দুর্নীতির মূল উৎস হল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা তার বিকাশের যুগে যেমন ছিল, আজ আর তেমন নেই। আজ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয়ে পড়েছে ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু ও প্রতিক্রিয়াশীল।

দীর্ঘ ১৬০ বছর আগে মহান কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভূমিকা নেবে এবং গোটা সমাজকে শাসন করবে। আজ মুমূর্ষু পুঁজিবাদ মানুষকে এমন জায়গায় ঠেলে দিয়েছে যেখানে 'যে কোনও উপায়ে অর্থ রোজগার করা'-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের লক্ষ্য। আজ এমনকী মানবিক সম্পর্কগুলিও অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সেই কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম দিকে যে নিয়ম-কানুন ও নীতি-নৈতিকতা এই ব্যবস্থার সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ ছিল, পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেই আজ সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেগুলিকে দলে-পিষে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সি এ জি, সুপ্রিম কোর্ট কিংবা সি বি আই-এর মতো সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে কোনও ইঙ্গিত, নির্দেশ বা পর্যবেক্ষণ করা হলেই তা কেন্দ্রের বা রাজ্যগুলির যে কোনও রঙের সরকারের পক্ষেই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমি মনে করি, সংসদ, এমনকী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও জনশক্তির তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাশীল নয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে। আমাদের ভুললে চলবে না, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যে নীতিটি রয়েছে, তা হল 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণ কর্তৃক'। সরকারের অবশ্যকর্তব্য হল এই নীতিকে মান্য করা এবং শুধুমাত্র এর ভিত্তিতেই কর্মনীতি ও কার্যকলাপ স্থির করা।

এই পথেই একমাত্র দুর্নীতি দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দুর্নীতি দমনের জন্য কোনও কড়া আইনই কাজে দেবে না।

আন্না হাজারের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে ডাঃ তরুণ মণ্ডল ১৭ আগস্ট সংসদে বলেন, গতকাল শ্রী আন্না হাজারে ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে সরকার যে আচরণ করেছে, আমি তাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। তিনি বলেন, 'আমি আজ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনাদের পুলিশ কি আজ আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বিবেকরক্ষকের ভূমিকা পালন করবে? পুলিশের কথা অনুযায়ী কি আমাদের চলতে হবে? আমরা কত দূর যাব, কোথায় বসব, সব কিছু পুলিশ ঠিক করে দেবে? আমাদের কি মৃত্যুবরণ করারও অধিকার নেই, অনশন করারও অধিকার নেই? আমাদের কি সুস্থ থাকার, আন্দোলন করার অধিকার নেই? আমরা এ জিনিস সমর্থন করতে পারি না।

দঃ ২৪পরগণা জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অ্যাবেকার দঃ২৪পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মগরাহাটে ১০ সেপ্টেম্বর। ওই দিন বিকালে মগরাহাট রেল ময়দানে পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার জেলা সভাপতি নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, পূর্ব মগরাহাটের বিধায়ক নমিতা সাহা ও অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক জাফর বেলাল হোসাইনি।

প্রতিনিধি অধিবেশনে ১০৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর ১০ জনের এক উপদেষ্টামণ্ডলী ও ৫৪ জনের দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি গঠিত হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মৃণাল মুখার্জী, দিব্যেন্দু মুখার্জী ও সুবল নস্কর।

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর আসাম (বামদিকে) ও ওড়িশায় বিক্ষোভ

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।